OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 637 - 643
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 637 - 643
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

কবি অজিত দত্তের কবিতায় সমুদ্র-মিথ

জয়দেব মাইতি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোস্টাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: maityj858@gmail.com

ও

ড. শ্রাবন্তী রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কোস্টাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID:

Received Date *20. 01. 2026*
Selection Date *10. 02. 2026*

Keyword
Myth, Sea, Ancient tradition, Root of life, Modernity, Fairy tales, imagery, Deconstruction.

Abstract
'Myth' is like 'Life's Veda'. Within it lies primodial narrative- Ancient stories. From primitive myths arouse Greek mythology, and through that stream came our own ancient Puranic traditions. Interwoven within them are the existence of nation and living beings, the timeless heritage of history. Upon this blood-soaked age-old foundation stands the edifice of literature. Especially in modern Bengali poetry the context of mythological theme gives birth to a new genre. Myth breaks apart and is reshaped. Myth is dismantled and given a new form –that is called Deconstruction. In the twentieth century the techniques and materials that are visible in the writings of modern poets are not easily traceable in the poetry of Ajit Dutta. The poet conceals modernity in his own unique style and rhythm. In many of his poems, the presence of the sea recurs repeatedly and throughout this presence myth is spread. Across the long historical path of ancient times the vast expense of Ajit Dutta's poetry, the tradition and imagery of sea –myths are deeply embedded. In his poems the sea appears through multiple suggestions –sometimes as alternative world view, sometimes through Puranic narratives. Myth in turn holds the sea within its core. Even the title of his poetry collection Patal Kanya (1938) bears mythical resonance. Besides this, works such as Kusumer Mas (1930), Nastachand (1945), Punarba (1946), Chayar Alpana (1951), Janala (1959), Sada Megh Kalo Pahar (1970) contains stories and mythologh of sea myth. In the poem Pasabati we see the image of of a peacock like woman boat drifting upon the sea, the prince dreaming of the princess. IN the poem PatalKannya

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 637 - 643
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

the prince hears the words of the princess where kalnagini wrapped around a bed with her her frozen body. In the fairy tales of the under world, Mansamngal where we find the marchentile sufferingof Chand Sadagar in Sapta Dinga Madhukar. In the poem Bodhon the poet invokes Lord Krishna to bring humans out from the malady of the world. Again in the poem Rudralila we find the expresson of the dangerous hood of Basukinag. Inthis way we find the use of sea myth in the poems like Paradise Lost, Yudhistir, Parthana, etc. The reference of the sea myth in his poems gives way the path to a new horizon which expresses ancient tradition makes us aware of our root of life.

Discussion

'মিথ' হল প্রাচীন ঐতিহ্য। জাতির ও জীবনের অস্তিত্ব। যার অন্তরে রয়েছে পুরাকথা, প্রাচীন কাহিনী। মিথ আসলে জীবনবেদ। মিথের শেকড়ে রয়েছে সত্যতা। যা বেঁচে রয়েছে বিশ্বাসে। যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ। তার মাটি দিয়েই গড়েছে মানবের অন্তরাত্মা। 'ঈশ্বর' শুভ শক্তির রূপক; তিনি ত্রাতা। মিথ যেন সেই শক্তির প্রতীক, যা মানবকে ধারণ করে। মিথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছে, -

> "Myth, a story of the gods, a religious account of the beginning of the World, the creation, fundamental events, the exemplary deeds of the gods as a result of which the world, nature and culture were created together with all parts thereof and givin Their order, which still obtains. A myth expresses and confirms society's religious values and norms; it provides a pattern of behavior to be imitated testifies to the efficacy of ritual with its practical ends and establishes the sanctity of cuit."[১]

মিথ প্রাচীনত্বকে বহন করে। যার কাহিনিতে আছে— অতিপ্রাকৃত প্রাণী, পূর্বপুরুষ, অলৌকিক চরিত্র, মহাবীর ও বীরাঙ্গনা। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে দুর্বোধ্য রহস্য তাকেই অলৌকিক শক্তি বলে কল্পনা করত আদিম মানুষ। সেই গল্প জীনবচর্যা ও যাপনে অতীতের বুক বেয়ে গড়ে উঠতো এই মিথ। আদিম মিথ হতেই জন্ম গ্রিক মিথোলজি। সেই পথ বেয়ে এসেছে আমাদের পুরাণবৃত্ত। যার রক্ত সিঞ্চিত করে গড়ে উঠেছে সাহিত্যের ইমারত। পরবর্তীকালে বাংলা আধুনিক কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ জন্ম দেয় এক নূতন পথের। মিথকে ভাঙ্গা হয়, দেওয়া হয় নবজন্ম। যাকে বলা হয় বিনির্মাণ বা Deconstruction। প্রাচীনের ঐতিহ্য চিরকাল। প্রাচীনত্ব হল জীবন শেকড়। মিথের মধ্যেই লুকিয়ে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ। কবি অজিত দত্তের কবিতায় মিথ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এক নবনির্মাণ। তিরিশের দশকে আধুনিক কবিদের কবিতায় যে প্রকরণ ও উপাদান প্রক্রিয়ার ঢেউ লক্ষ্য করা যায়, কবি অজিত দত্তের কবিতায় সে আধুনিকতার লক্ষণগুলো অনায়াসে ধরা যায় না। কবি তাঁর নিজস্বী ঢঙে ও রূপকে তাকে আড়াল করেছেন শব্দের বুননে। শব্দের সংকেতে গেঁথেছেন কথা। কবির কাব্য ও কবিতার শরীর জুড়ে মিশে আছে সমুদ্র-মিথের কথকতা। কবি অজিত দত্ত শিকড়মূল সঞ্চারী কবি। দেশজ, বাংলা ভাষার মিতভাষী রূপকথার কবি। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার অর্ধবিংশতিতম সংখ্যায় অজিত দত্ত প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অমলেন্দু বসু লেখেন—

> "যে বাকসুমিতি পরীজগৎ ও রূপকথা জগতে প্রেরণা পেয়েছে, তারই সংহত হীরকচ্ছটা অজিত দত্তের যাবতীয় কবিতায়। চিন্তা ও ভাষার এমন সম্পূর্ণ সাযুজ্য, প্রকাশের এমন পরিচ্ছন্নতা, ঋজুতা ও সংযম, সাহিত্যের যেকোনো যুগে বিরল, বাংলা সাহিত্যের এ-যুগে বিস্ময়কর।"[২]

কবি অজিত দত্তের সারা কাব্য-কবিতাজুড়ে রয়েছে সমুদ্রের অনুষঙ্গ। যার সাথে জড়িয়ে আছে মিথ। কালের হেঁটে আসা পথে পুরাণের পথের পাঁচালি। কবির কবিতার এক বিস্তত পরিসরে রয়েছে সে সমুদ্র মিথের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ। কবি কবিতায় 'সমুদ্র' এসেছে নানা ইঙ্গিতে। কবিতায় কবিভাবনার ভিন্ন জীবনদর্শনে ও পুরাণ চেতনায়। আর মিথ যেন কবিতায়, গর্ভে ধারণ করে রেখেছে সমুদ্রকে। কবির কাব্য-কবিতার দিকে অগ্রসর হলেই পাবো সে পরিচয়। কবির কাব্য গ্রন্থগুলি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 637 - 643
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হল— ‘কুসুমের মাস’ (১৯৩০), ’পাতালকন্যা’ (১৯৩৮), ‘নষ্টচাঁদ’ (১৯৪৫), ‘পুনর্ণবা’ (১৯৪৬), ‘ছড়ার বই’ (১৯৫০), ‘ছায়ার আলপনা’ (১৯৫১), ‘জানালা’ (১৯৫৯), ‘শাদা মেঘ কালো পাহাড়’ (১৯৭০)। কবির এই সমস্ত কাব্যের আঙিনা জুড়ে রয়েছে সমুদ্র-মিথের কাহিনি কথা। কবির প্রথম কাব্য ‘কুসুমের মাস’। এই কাব্যের ‘রুদ্রলীলা’ কবিতায় রুদ্রলীলা শব্দটির মধ্যেই রয়েছে জীবন মৃত্যুর এক মহাজাগতিক খেলা। কবিতার শুরুতেই রয়েছে সেই বিপর্যের ছবি। বাসুকির ভয়ংকর ফণার রূপ। পর্বতসম তরঙ্গের মতো সেই ফণার নৃত্যভঙ্গি। যার নৃত্য ও তপ্ত বিষে সাগর হয়ে পড়েছে উন্মাদ-উত্তাল। কবির ভাষায়—

“নৃত্যমত্ত বাসুকির কম্প্র ফণা-পরে
ক্ষুদ্র মণিকার প্রায় বিষদগ্ধা ধরণী শিহরে।
ফণার নর্তন-ভঙ্গে উঠিয়াছে তরঙ্গ-পর্বত
দীর্ণ করি জীর্ন তরী চূর্ন করি ভগ্ন জল রথ;
অরুনের শেষরশ্মি—উন্মাদ সাগর নীল তারে
বাসুকির বিষতপ্ত পাতালের নিদ্রিত কিনারে।”[৩]

বাসুকির নীলবিষ ধরণীর বুকে ঘিরে ধরেছে বিষাক্ত মৃত্যুর পরিবেশ। এই কবিতার আড়ালে রয়েছে জীবনের ছায়া। বাসুকির গরল আসলে সময় ও সমাজে বুকে বিকৃত অসুখ। যার বহ্নিতেজে অসুস্থ পৃথিবী ও মানবের অন্তর পৃথিবী। কবির ‘পাতালকন্যা’ কাব্যগ্রন্থের বেশকিছু কবিতায় রয়েছে সমুদ্র-মিথের কথকতা। ‘পাতালকন্যা’ নামটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মিথ। এই কাব্যের ‘পাতালকন্যা’ কবিতায় কবি এঁকেছেন রূপকথার দেশ। রাজকুমার রূপকথায় শুনেছে রাজকন্যার কথা। যেখানে সাপের নিঃশ্বাসে রাজকন্যার দেহ হয়ে পড়ে হিম। পাতালের নীচে প্রাসাদের মধ্যে শোনা যায় তার কান্নার শব্দ। কুমারের উদাসীন মন সেই পাতালের রূপকথার দেশে বাসা বেঁধেছে। কন্যাকে ফেরানোর আকাঙ্খায়। কবির ভাষায়–

“কুমার শুনেছে রূপকথা;
সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের প্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফেরাবে কোন জন?”[৪]

কুমার শুনেছে সেই পাতালপুরীর প্রাসাদ সাপ দ্বারা আবৃত। যার দেয়াল, ছাদ ও বিছানা শীতল সাপের রাজ্যে মোড়া। চুনির মতো লাল চোখ কালনাগিনীর। বাতাসে তাঁর বিষাক্ত নিঃশ্বাস। কন্যার বুকের পরে সেই নাগিনীর সোনার কাঁচুলি। কন্যার সেই রপকথার পাতালপুরীতে রয়েছে গভীর সমুদ্রতল। সীমাহীন প্রবাল দ্বীপ। সপ্তডিঙা মধুকর যে দূর সাগরে পাড়ি দেয় তাঁর থেকেও যেন দূর সমুদ্রতল সেই রূপকথার পুরী। -

“গভীর সমুদ্র-তলে প্রাবাল-দ্বীপের সীমা ছাড়ি,
তিমিরা যেখানে থাকে তারো নীচে সাপীর দালান,
সাত-ডিঙ্গা মধুকর যে-দূর সাগরে দেয় পাড়ি,
যেখানে সমুদ্র-তলে মরকত-মানিকের থান,
তারো দূরে, তারো ঢের নিচে,
লক্ষ ফণা নিঃশ্বাসে দুলিছে,
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়,
ঝিলমিল ফণার ছায়ায়।”[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 637 - 643
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় সেই পুরাণের কাহিনী। সমুদ্র মন্থনের আজন্ম চেনা ছবি। কবির 'পাশাবতী' কবিতায় দেখি অপরূপ সমুদ্র-মিথের চিত্রকল্প। কবিতার শুরুতেই রয়েছে ময়ুরাক্ষী নাওয়ের কথা। রাজার ছেলে স্বপ্ন দেখছে কুমারী নারীর। কুঁচের বরন কন্যা চুল এলিয়ে একাকী বসে আছে বাতায়নের পাশে। কবির ভাষায়—

"যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরনকন্যা একাকী বসে আছে বাতায়নে।"[৬]

কবিতায় ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের ছবি আমাদের স্মরণ করায় মধ্যযুগের মনসা মঙ্গলের কাব্যের কথা। যেখানে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার নাও ভেসে আসে মনে। মনসা মঙ্গলের মতো কবির কবিতায় এখানেও সোনা, হীরা, মানিকের অনুষঙ্গ পাই। -

"হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও—"[৭]

কবিতায় কবি যেন পাঠকে বলেছেন তাঁর আগে যদি অচিন কন্যা পাশাবতীর দেশে কেউ যায় তবে যেন কবির নাম শুধিয়ে, তাঁর পরিচয় সন্ধান করেন। তবে পাশাবতীর অপরূপ মোহিনী রূপে যেন মোহ না আসে। শেষে শুনে এসো তার অরণ্যের গান। এই কাব্যের 'পরী' কবিতায় রূপকথার আড়ালে লুকিয়ে আছে আঁধারে একাকী পথ চলা মানুষের জীবন কথা। কবি যেন পরীদের মধ্যেই মুক্তির স্বপ্ন খুঁজে নেবার প্রয়াস দেখিয়েছেন। ওরা নিশাচরী তবু যেন ওরাই নিশীথের আলো। তাদের নূপুরের শব্দেই যেন লুকিয়ে আছে সেই সুর। অথচ এই পরীরাই বয়ে আনে জীবনের মৃত্যু, তবুও কবি সেই মরণের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছেন জীবনের মধুরতা। কবির ভাষায়—

"মদের নেশার মতো তাহাদের বাসিয়াছি ভালো
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি উহাদের পায়ের নূপুর
জানি ওরা নিশাচরী, তবু মোর নিশীথের আলো।
জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে-মরণ মধুর
অস্পষ্ট ওদের রূপে প্রাণ মোর তবু ভরপুর;
হে নির্জন-সহচরী, আমি যাবো তোমাদের সাথে
স্বপ্নের অরণ্য পথে, সংগীতের তারা-ভরা রাতে!"[৮]

কবির 'মাছের' কবিতার শুরুতেই পাই রূপোলি মাছের অনুষঙ্গ। মাছেদের ডানা পাতালের নিথর শীতল জলে ডুব দিয়ে ঘোরে প্রবালের দেশে। যেখানে ঝিনুকের শাদা কোলে ঘুমায় মুক্তারা। চক চকে আঁশে মাছেরা ঘুরতে ঘুরতে মাথা তুলে দেখে নেয় সুনীল আকাশ। যাদের ডানার নীচে সপ্তসমুদ্রের নীলজল। যাদের নিঃশ্বাসে কাঁপে নক্ষত্রের ছায়া। কবির কথায়—

"তাদের ডানার নীচে সপ্তসমুদ্রের নীল জ্জল,
তাদের নিঃশ্বাসে কাঁপে আকাশের নক্ষত্রের ছায়া।"[৯]

'পাতালকন্যা' কাব্যের 'বাড়ব' কবিতায় রয়েছে মিথ-সমুদ্রের ভয়াল ছবি। অন্ধকার ঘনকালো চুলের রাশি শ্যামদেহে যেন আবৃত করে আছে কবির আশপাশ। কৃষ্ণকালো আঁধারে ঘিরে ধরেছে চারপাশ। উত্তাল সমুদ্রের মতো ভয়ংকর অনন্তনাগ লক্ষ মুখে কবিকে গ্রাস করতে চায়। কবির কথায়। -

"যতদূর দৃষ্টি চলে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলের রাশি
শ্যাম দেহে-দ্বীপ ঘেরি রচিয়াছে উত্তাল সাগর।"[১০]

হিন্দুপুরাণে অনন্তনাগের পরিচয় আমরা সবাই জানি। 'অনন্তনাগ' শেষনাগ রূপে পরিচিত। যার ফণার সংখ্যা ছয়টি। পদ্মফুলের মতো বিস্তৃত। দেবতারা অমৃতলাভের জন্য সমুদ্র মন্থনের সিদ্ধান্ত নেন। মন্দরপর্বত মন্থনের জন্য অনন্তনাগ রজ্জু হিসেবে বেষ্টন করে অমৃত উত্তলনে সাহায্য করে। কবির এই কবিতায় সেই অনন্তনাগের মতো ভয়ংকর ফণা নিয়ে সমুদ্র যেন গ্রাস করতে চান কবিকে। কবির বহু কবিতায় এই অনন্তনাগের ছবি দেখি। আসলে প্রাচীনের ঐতিহ্য আজও আমাদের রক্তে। পুরানের নানা কাহিনী ও চরিত্র বারবার ফিরে আসে আধুনিক কবিদের কলমে। এই কবিতায় কবি সেই ছবি –

"অনন্ত নাগের মতো লক্ষ মুখে নিতে চায় গ্রাসি
আমারে সে কেশ-সিন্ধু-লুব্ধ, কৃষ্ণ, মহাভয়ংকর।"[১১]

কবির 'কুসুমের মাস' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় উঠে আসে সমুদ্র-মিথের কাহিনী কথা। প্রকৃতি, প্রেম ও মিথ অনন্য ভাবে ফুটে উঠেছে 'মালতী ঘুমায়' কবিতায়। কবিতার শুরুতেই রয়েছে বৈশাখী হাওয়ার প্রসঙ্গ। গোপন প্রেমের পরশ আছে কবিতায়। আকাশের তারা মদমত্ত হয়ে উঠেছে নিশিথের বাতাসে। মালতীর চুলে চুমা খায় আফিমের মতো নেশা ধরা বাতাস। সহসা একরাশ কালো এলোকেশির মতো বাতাস এসেছে বৈশাখীর শরীরে। সমুদ্রের জাহাজের মতো কেঁপে ওঠে বাড়ির দালান। কবির কবিতার কথায়—

"একরাশ কালোচুল উত্তরোল এ-বাতাসে
একেবারে হল এলোমেল;
- এবারে বৈশাখী ঝড় এলো!"[১২]

কবিতায় এর ঠিক পরেই কবি এনেছেন পুরাণ কাহিনী কথা। ঘুমন্ত দৈত্যের পুরী ও পাতালের নাগের অনুষঙ্গ। কবি কবিতায় যেন বারবার সেই প্রাচীন শিকড়কে ছুঁতে চেয়েছেন। তাইতো কবিতার শরীরে ফুটে উঠেছে সেই ছবি। -

"ঘুমন্ত দৈত্যর পুরী অকালে জেগেছে আজ,
রক্ষা নাই, নাই আর গতি,
পাতালের যত নাগ আকাশে মেলিছে লক্ষ ফণা,"[১৩]

কবির 'মালতী' কবিতায় দেখি সেই একই ছবি। কবিতায় মালতীর জীবনে এসেছে চৈত্রের পূর্ণিমা রাত, নয়নে কাজল আর বুকে তার বাসরের সাজ। মালতীর জীবনে আজ কেবল মধুমাস। দেহের অপরূপ সৌন্দর্যে তার দেহ মদির অবশ। মালতীর এই রূপ বর্ণনর মধ্যেই কবি এনেছেন পুরাণের সপ্তঋষির অনুষঙ্গ। কবির কথায়—

"রূপক্লান্ত মালতী এ-রূপভার বহিব কেমনে?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্ছিতা মোহাবেশে
সপ্তঋষি স্পন্দহীন দীপ্তির নিগূঢ় আবরণে,
অনন্ত আঁধার দোলে মালতীর মধুলিহ-কেশে।"[১৪]

কবির 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রাণহীন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার এক বিষাদ কবিতায় ফুটে উথেছে। তিক্ত জীবন যন্ত্রনার অভিঘাত ব্যক্ত করেছেন কবি। যেন মৃত হৃদয়ের নির্জীব সুখ। ঈশ্বর কবিকে নিয়ে কেবল খেলায় মেতেছে। জীবনের পাশা খেলায়। কৈশোরে বিচিত্র পৃথিবীকে কবি দেখেছেন বিস্ময়ে। কবি সেই ধরাকে পেতে চান। ফিরতে চান ওই বিশ্বের দ্বারে। কবি সেই প্রাচীন মাটিতেই যেন খুঁজে নিতে চেয়েছেন অন্তরের সুখ। কবিতায় দেখি তাই সিন্ধুতলে মৎস্যকন্যা, গন্ধর্ব-নগরীর কথা। কবির ভাষায়—

"কৈশোরে দেখেছি স্বপ্নে যে বিচিত্র বিস্তীর্ণ ধরারে;
সিন্ধুতলে মৎস্যকন্যা, গিরিশিরে গন্ধর্ব-নগরী,

সে-বিশ্ব ফিরায়ে দাও! রেখো না আমারে রুদ্ধ করি।"[১৫]

কবির এই কাব্যের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কবিতার নামেই রয়েছে মিথ। কবিতাটিতে রয়েছে অতিপ্রাকৃত এক কল্পনার কথকতা। স্বর্গ থেকে পাখা ভর করে মর্তে এলেন কবি বিচিত্র পৃথিবীর মাঝে। কবি বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন চিল। আসলে চিল এখানে কবির অতীতে স্মৃতি। কবি যেন দেব-নেত্রে দেখেছেন সমুদ্রের আন্দোলিত ঢেউ। কবি কথায় কলমে—

"একদিন স্বর্গ হ'তে নামিলাম পাখা ভর করি'
মর্ত্য লোকে— কী বিচিত্র পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মিছিল!
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখিলাম আকাশের চিল,
দেব-নেত্র বিস্ফারিয়া দেখিলাম সিন্ধুর লহরী।"[১৬]

কবিতায় কবি আরোও দেখেছেন পৃথিবীর পথে লাল ফুল, কালো বিভাবরী, সবুজ গাছের পাতা, আকাশের সুগভীর নীল আর অন্তহীন জলস্রোত। মিথ মানব জন্মের-প্রত্ন ও জীবন অভিজ্ঞতার স্মৃতিভাণ্ডার। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা যার মধ্যে লুকিয়ে। সেই জীবনসত্ত্ব এই কবিতায় কবিতায় চিত্রিত। কবির 'নষ্টচাঁদ' কাব্যের 'বোধন' কবিতায় পুরাণের ভাবনার আদলে রয়েছে সমুদ্র-মিথের কাহিনি কথন। কবিতায় সময়ের সঙ্কট থেকে মুক্তিতে তিনি যেন আহ্বান করেছেন কৃষ্ণকে। কবিতায় কবি অনায়াসেই নিয়ে আসেন মহাভারতের জীবন দর্শনের কথা। কবির এই কাব্যের 'যুধিষ্ঠির' কবিতায়ও রয়েছে মিথ প্রসঙ্গ। যুধিষ্ঠির নামটার মধ্যেই জড়িয়ে আছে মিথ। কবির 'পুনর্ণবা' কাব্যগ্রন্থের 'বুড়ির ঝুড়ি' কবিতায় রয়েছে সাবেকের গল্প। কবিতার শুরুতে বাজে কথা মাথায় নিয়ে হাজার হাজার গল্প বলা এক বুড়ির ছবি। আদিমকাল থেকে যার পথ চলা। যার পথ চলার মধ্যে রয়েছে এক ইতিহাস। তার গল্প-গাথা সে বলে চলে গঙ্গা থেকে কঙ্গো। হাজার ছাঁদে ও ঢঙে। রঙ্গ ও রসিকতায়। কবির কথায়—

"বিলোয় বুড়ি গল্প-গাঁথা গঙ্গা থেকে কঙ্গো
হাজার ছাঁদের গল্প রে তার, লক্ষ তাদের রঙ্গ।"[১৭]

কবির 'ছায়ার আলপনা' কাব্যের 'জিজ্ঞাসা' কবিতায় রয়েছে কবির আত্মতৃষ্ণা ও জীবন দর্শন। যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মিথ। তিনি যেন আজন্ম হেঁটে চলেচেন অজানার পথে। নদী, অরণ্য, সবুজ প্রান্তর আর নিভৃতে হেঁটেছেন রূপকাহিনির মায়াপুরীতে। 'খান্ডব দাহন' কবিতার সারা শরীর জুড়ে রয়েছে মিথ কাহিনি। মহাভারতের অনুষঙ্গ কবিতার ছত্রেছত্রে। পুরাণ ঘুরেফিরে জড়িয়ে আছে জীবনে। যাপনে ও জীবনচর্যায়। জীবন যেন মিথের সেই ছায়া। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত-এর উক্তি যথার্থ—

> "পুরাণের কাহিনির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে মানুষের মানসলোকের সুগভীর কতগুলি ধ্রুব ও বাস্তব প্রতীতি। তাই চলমান সময়ের বিবর্তনে মিথের বাইরের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও, আদতে সেটি থেকে যায় মানুষেরচ চিরকালীন ঋকথ হিসেবে।"[১৮]

কবির 'শাদা মেঘ কালো পাহাড়' কাব্যগ্রন্থের 'নোঙর' কবিতায় রয়েছে সংসারের সংকীর্ন বদ্ধ জীবন থেকে প্রাণপন মুক্তির চেষ্টা। আসলে জীবনের-এ ছক ভাঙতে চাইলেও, ছকে-ছন্দে আমাদের জীবন। তরী বাঁধা আছে নোঙরে। আর নোঙর পড়ে আছে তটে। এর মধ্যেই মুক্তি চাওয়া জীবনের ফাঁকে কবি এনেছেন মিথ। 'সপ্তসিন্ধু' শব্দটির মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে সেই মিথ ও মুক্তির ছবি। কবির কথায়—

"তরী ভরা পণ্য নিয়ে পাড়ি দিতে সপ্তসিন্ধু পারে,
নোঙর কখন জানি পড়ে গেছে তটের কিনারে।"[১৯]

মিথের মূল ঐতিহ্য হল প্রাচীন। কবি অজিত দত্তের কবিতায় সেই প্রাচীনত্ব ঐতিহ্য বহন করে। তাইতো পুরাণ চেতনা ও পুরাণ অনুষঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে মিথের শরীরে। কবির কবিতায় মাটি ও আকাশ সহাবস্থানে। কবি কল্পনার রঙে আঁকা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 637 - 643
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

ছবি আসলে মাটির পৃথিবীর কথা বলে। কবির কবিতায় অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনির ফাঁকেই লুকিয়ে আছে জীবনের মূল শেকড়। মূলই আসলে মিথ। জীবন তার ছায়ামাত্র।

Reference:

১. Honko, Lauri, 'The problem of Defining Myth', sacred Narrative: Readings in the ory of Myth, Alan Dundes (Ed). USA: University of California Press, 1984, P. 49
২. দত্ত, অজিত, 'অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ৩
৪. তদেব, পৃ. ৪৬
৫. তদেব, পৃ. ৪৭
৬. তদেব, পৃ. ৪৬
৭. তদেব, পৃ. ৪৬
৮. তদেব, পৃ. ৪৮
৯. তদেব, পৃ. ৫০
১০. তদেব, পৃ. ৫৩
১১. তদেব, পৃ. ৫৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৪
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ৩৯
১৫. তদেব, পৃ. ২৯
১৬. তদেব, পৃ. ২৬
১৭. তদেব, পৃ. ৮১
১৮. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', কলকাতা, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ-২০০১, পৃ. ৫২
১৯. দত্ত, অজিত, 'অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৪২

Bibliography:

Honko, Lauri, 'The problem of Defining Myth', sacred Narrative: Readings in the ory of Myth, Alan Dundes (Ed). USA: University of California Press, 1984
দত্ত, অজিত, 'অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩
ভট্টাচার্য, বীতশোক, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান', বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুযারী, ১৯৮৪
চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, 'বাংলায় পুরাণচর্চা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০
সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', কলকাতা, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ, ২০০১
বসু, রাজশেখর, 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত', কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮